প্রথম আলো

তারিখ 13/APR/2017
পৃষ্ঠা 10 কলাম 1

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার

পদায়ন ও বদলি নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ চাই

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত সোমবার তার অধীন বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থায় পদায়নের যে নীতিমালা জারি করেছে, তা খুবই জরুরি ছিল। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মন্ত্রণালয়ে পদায়নের ক্ষেত্রে অনেক আগে থেকে একধরনের স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্য চলে আসছে। যাঁদের 'মামার জোর' আছে, তাঁরা ঘুরেফিরে রাজধানীকেন্দ্রিক এসব দপ্তর ও সংস্থায় বছরের পর বছর চাকরি করতেন। শিক্ষা ক্যাডারের সদস্য হয়েও তাঁরা কলেজমুখী হতেন না। ফলে বাকিদের চাকরিজীবনের প্রায় পুরো সময়টা মফস্বলে কাটাতে হতো।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালায় বলা হয়েছে, বিসিএস সাধারণ ক্যাডারের কর্মকর্তারা প্রেষণে একই দপ্তর বা সংস্থায় একনাগাড়ে তিন বছরের বেশি থাকতে পারবেন না। কোনো কর্মকর্তাকে এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তর বা সংস্থায় সরাসরি বদলি করা যাবে না, মাঝখানে ন্যূনতম দুই বছর কোনো কলেজে চাকরি করতে হবে। এতে আরও বলা হয়েছে, কমিটির মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা হবে এবং কোনো কর্মকর্তা তাঁর পুরো চাকরিজীবনে তিনবারের বেশি দপ্তর বা সংস্থায় পদায়িত হতে পারবেন না।

আপাতদৃষ্টিতে নীতিমালাটি ভালো। কিন্তু এতে শিক্ষা ক্যাডারের পদায়নে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে কি না, সেটি নির্ভর করছে এর বাস্তবায়নের ওপর। শিক্ষা ক্যাডারের একশ্রেণির কর্মকর্তা রাজধানীকেন্দ্রিক দপ্তর ও সংস্থায় বছরের পর বছর কাজ করলেও অন্যদের সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হতো। কালেভদ্রে কলেজে বদলি করা হলেও নানা অজুহাত দেখিয়ে তাঁরা সংস্থা ও দপ্তরেই থেকে যেতেন। অনেক সময় পদ না থাকলেও বিশেষ ব্যবস্থায় তাঁদের সংযুক্ত করে নেওয়া হতো। অন্যদিকে সরকারি কলেজগুলোতে বছরের পর বছর প্রায় সব বিভাগে বহু পদ শূন্য থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এ অবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তার গৃহীত নীতিমালা কড়াকড়িভাবে মেনে চলতে হবে। কোনো রকম অনিয়ম বা বিচ্যুতি কাম্য নয়। তবে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হলো শিক্ষা ক্যাডারকে প্রশাসন ও শিক্ষকতা—এই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলা। যাঁরা শুরু থেকে প্রশাসন বেছে নেবেন, তাঁরা সেখানে থাকবেন। আর যাঁরা শিক্ষকতা পছন্দ করেন, তাঁরা শিক্ষকই হবেন।